দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 05 AUG 2008 ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

ভুলে ভরা জবি'র রেজাল্ট শিট কর্তৃপক্ষের কাছে সুষ্ঠু জবাব নেই

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার : ভুলে ভরা ফল প্রকাশ করেছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ শাখা। ভুলের মাশুল হিসেবে প্রতিনিয়ত বেগ পেতে হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের। এ জন্য নিয়মিত দৌড়ঝাঁপ শুরু করেছে তারা। কিন্তু সমাধানও পাওয়া যাচ্ছে না বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

জানা যায়, গেল বছরের সেপ্টেম্বর মাসে যারা শিক্ষাবর্ষ ২০০৪-০৫ ২য় বর্ষের পরীক্ষা দিয়েছে তারা রেজাল্ট পেয়েছে গত মাসে। এমনকি কিছু কিছু বিভাগ এখনও পায়নি। যারা পেয়েছে তারা ভুলের অভিযোগে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে চলছে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের সঙ্গেও। কিন্তু সমাধান তো দূরের কথা, আশ্বাসও পাচ্ছে না তারা। বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের এক শিক্ষার্থী ইনকিলাবকে জানিয়েছে, তার পরীক্ষা রোল ১২৬১৯, তিনি ২০১ কে ৪৯, ২০২য়ে ৬৭, ২০৫য়ে ৫২ ও ২০৬ কোড বিষয়ে ২৫ এবং ৩২৫ কোড বিষয়ে ৩৯ এমনকি টিউটোরিয়াল পরীক্ষায় ১২ নম্বর ও মৌখিক পরীক্ষায় ৩১ পেলেও তার মোট নম্বর প্রকাশ করা হয়েছে ২৪২, অথচ তার মোট নম্বর যোগ করে দেখা যায় ২৭৫। কিন্তু তা দেখার কেউ নেই।

একই বিভাগের মানোন্নয়ন পরীক্ষা দিয়েছে হাফনুর রশীদ। তার রোল ৪৩২৫৯৬, সেও মানোন্নয়ন পরীক্ষা দিয়ে ফল পায়নি এখনও। পরীক্ষা উপস্থিতির খাতায় তার নামও রয়েছে। কেন পায়নি, তার জবাব সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দিতে পারেনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ কক্ষ সূত্র জানিয়েছে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ২য় বর্ষের পরীক্ষা মূল্যায়নের জন্য দুইজন শিক্ষককে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। উনারা যেভাবে মূল্যায়ন করে আমাদের কাছে নোট দিয়েছে আমরা সেভাবে প্রকাশ করেছি।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ বিভাগের একত্রীকরণ নীতির ফলে এ সমস্ত ভোগান্তি পেতে হচ্ছে শিক্ষার্থীদের। একযোগে রেজাল্ট প্রকাশ ও একসাথে পরীক্ষা হওয়াই এবং লোকবল অভাবের জন্যই এমন সমস্যা হচ্ছে। এদিকে শিক্ষার্থীদের ফল প্রকাশে দেরি হওয়ায় সেশনজটও প্রকট আকার ধারণ করেছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে। শিক্ষার্থীরা এজন্য মাঝে মধ্যে আন্দোলনও করে সাড়া পাচ্ছে না। ৬ মাসের সেমিস্টার ৯ মাসেও শেষ হচ্ছে না। এছাড়াও ৪ বছরের অনার্স শেষ হতে ৮ বছর লাগছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

ভুলে ভরা রেজাল্ট প্রকাশ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক জহুরুল ইসলামের সাথে আলাপ করতে চাইলে তিনি ইনকিলাবকে জানান, আমি ব্যস্ত আছি। আমার সাথে সাক্ষাৎ করলে ব্যাপারটি খতিয়ে দেখবো।